KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২বি ২ কর্মী ৭৩ স্ট্রীট, কলকাতা-৫ (1/1 and 2) 19 Panditia Terrace, cal 29 (1/4 and 2/2)
Collection : KLMLGK	Publisher : অনন্ত কুমার (1/1 and 2) Sajal Banerjee, (1/4) Debkumar Bose (2/2)
Title : অনুভব (ANUBHV)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1/1 1/2 1/4 2/2 (SL. NO. 6)	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ (1966) March 1967 কার্তিক ১৩৭৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌরাংশু ভৌমিক	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনুভব

আধুনিক বাংলা কবিতার

ত্রৈমাসিক সংকলন

বর্ষ ১ সংখ্যা ১ ফাল্গুন—১৩৭২

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন ঃ

২৯ এ, কালী দত্ত ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৫

অনুভব ॥ নিয়মাবলী

অনুভব আধুনিক বাংলা কবিতার ত্রৈমাসিক সংকলন।
দলমত নির্বিশেষে সকলের লেখাই গ্রহন করা হয়।
কেবল কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হয়।
অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।
রচনা সম্পর্কে কোন মতামত পূর্বাহ্নে জানানো হয় না।
প্রতি সংখ্যার দাম ত্রিশ পয়সা।
চারটে সংখ্যা একসঙ্গে একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।
ডাকমাশুল গ্রাহককে দিতে হয় না।
প্রকাশিত রচনার জন্য সম্পাদক মণ্ডলী
কোন দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে না।
প্রত্যেক সৎকবি ও সৎপাঠকের সহযোগিতা
অনুভব চিরদিন কামনা করে।

বাংলা-সাহিত্যের ওপর মনোজ্ঞ আলোচনার গ্রন্থ
গৌরাঙ্গ ভৌমিকের

বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ৫·০০

অষ্টাদশ শতাব্দী, কবিওয়ালা, বিহারীলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সনেট পঞ্চাশৎ, সত্যেন্দ্রনাথ, মাইকেল, মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, আরোগ্য, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি কবি ও কাব্যের ওপর বিদগ্ধ আলোচনা। প্রকাশের পথে।

অ্যাকাডেমিকা
৫ শ্যামচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলকাতা—১২

অনুভব

আধুনিক বাঙলা কবিতার ত্রৈমাসিক সঙ্কলন
বর্ষ ১ সংখ্যা ১ ফাল্গুন ১৩৭২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদক ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

সহকারী : জয়ন্তকুমার, অরুণকুমার দে হাজরা, দেবকুমার বসু, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত রায়

এ সংখ্যায় লিখেছেন :

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণ ধর শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ বাগচী। পরিমল চক্রবর্তী সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য। রত্নেশ্বর হাজরা শুদ্ধসত্ত্ব বসু। পরেশ মণ্ডল। তুলসী মুখোপাধ্যায় মৃণাল বসুচৌধুরী। ক্ষিতীশ দেব শিকদার। নচিকেতা ভরদ্বাজ সুদর্শন রায় চৌধুরী। অরুণ চট্টোপাধ্যায়। দেবকুমার বসু বাসুদেব রায়। ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত। পুষ্কর দাসগুপ্ত। কুমার মুখোপাধ্যায়। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। পল্লব সেনগুপ্ত প্রভৃতি

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন ॥ ২৯এ কালীদত্ত স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৫

রাফাএল আলবের্তি ও তাঁর কবিতা

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধোত্তর হিস্পানী কবিতার ইতিহাসেই নয়, বলা চলে, বিশ শতকের য়ুরোপীয় কবিতার তির্যক মননশীলতায় রাফাএল আলবের্তি নিঃসন্দেহে এক শক্তিধর শিল্পী। অন্তরঙ্গ স্বকীয়তা এবং বুদ্ধিমত্তার আততিতে তিনি 'খেনেরাথিওন দে লা দিক্‌তাদুরা'র কবিদের অনন্যনির্ভরতা ও সীমাবদ্ধতাকে অচিরেই অতিক্রম করেছিলেন। এবং উক্ত শিরোনামাটি থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে ওই জেনারেশনের কবিরা প্রিমো দে রিভেরার একনায়কত্বের সময় থেকেই গুরুত্বপূর্ণ কবিতারচনায় মগ্ন হন। ১৯৩২-এ প্রকাশিত হেরারদো দিএগোর 'পোএসিআ এস্‌পানিওলা আনতোলোখিআ' (হিস্পানী কাব্য চয়নিকা)-তে পাঠকেরা পেয়েছেন এ-জেনারেশনের শৈল্পিক সংহাতটি। আর আরতোনিও মাচাদোর চেয়ে হু আন রামোন হিমেনেথের সৌন্দর্যতত্ত্বেই এইসব কবিরা অধিকতর আস্থাশীল ছিলেন। বস্তুত, তাঁদের বহুধা বিচিত্র ধ্যানধারণা তখন একটি বিশেষ বাসনাতেই বর্তায়: য়ুরোপীয় ও বিশেষত ফরাসিস্‌ প্রভাব বর্জন করে স্বদেশে কি শুদ্ধ সাহিত্যিক অনুপ্রাণনার আগমন ঘটানো। এমন কি ফেদেরিকো গার্থিআ লোর্কার মতো প্রতিভাধর কবিও সে সময় রুবেন দারিওর অপ্রতিরোধিত প্রভাব কাটাতে হয়রানি হচ্ছিলেন। অন্যধারে আলবের্তিকে কিন্তু দারিওর প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হতে কোনোরূপ অন্তর্দাহে ভুগতে হয় নি; কেননা, 'he was to much the intellectual to be swayed by the intoxication of words and colour.'

এবং এক অর্থে আলবের্তির সঙ্গে তাই তাঁর স্বদেশবাসী, আধুনিক চিত্রকলার এক সার্থকস্রষ্টা পাব্‌লো পিকাস্‌সোর তুলনা চলে। পিকাস্‌সোও কখনো স্বদেশের পটভূমিকাকেই তাঁর সৃষ্টির পরমাগতি ঠাওরান নি; যদিও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি তাঁর সৃষ্টিকে সর্বদেশের মানুষের বোধগম্য করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'গের্নিকা' প্যানেলে ভাঙন ও বিভীষিকার যে-ভয়াবহ রূপ তিনি এঁকেছেন তা সার্বজনীন। আলবের্তির রচনা সম্পর্কেও উক্ত সত্য সমভাবে

প্রযোজ্য। লোর্কার তপশ্চর্যা সার্থক, সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর শুদ্ধ, সংহত, প্রাঞ্জল কবিতাগুলির তীব্রতা হিস্পানী ভাষারই পরম সম্পদ। অনুবাদে মূল কবিতার সুষ্ঠু ও সংহত-আবেগের কিছুই থাকে না। ম্যালানের ভাষায় বোধহয় বলা যেতে পারে:

To a spaniard, perhaps Carcia Lorca would be the greater poet; to the world Alberti is obviously the more important. His work is not only accessible emotionally to all non-Spaniards, but at the sometime it offers new techniques, new forms of expression and an originality that might be incorporated to advantage in the poetic expressions of other languages (Transformation four).

'লা আর্বোলেদা পার্দিদা' (হারানো বনভূমি)-তে আল্‌বের্তির স্মরণপটে সাড়া দিয়েছে এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শহরের সন্নিকটে পুএর্তো দে সানতা মারিআর—তাঁর যৌবনের দিনগুলির কথা যেখানে তিনি জন্মেছিলেন (১৯০২)। নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের জন্যে পনের বছর বয়স না হতেই তাঁকে বিদ্যালয়ের পাঠ গুটিয়ে মাদরিদে যেতে হয় কৃবিস্ত চিত্রকলায় হাত পাকাতে। মাত্র দু'বছরের অনুশীলনেই এ-বিদ্যাতে তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান। এবং ১৯'৮ সালে এক চিত্রপ্রদর্শনীতে তিনি সুনামও কুড়িয়েছিলেন বিস্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিত্রকলার চেয়ে এ সময় থেকে তিনি কবিতার দিকেই বেশী ঝোঁকেন। আর হৃদ্‌যন্ত্রের আকস্মিক প্রচণ্ড দৌরাত্ম্যে চূড়ান্ত নাজেহাল হতে থাকা তথা এক সীমাহীন গতরজমায় পর্যবসিত হওয়া সম্ভবত আলবের্তির কবিতার সারাৎসারে পুরোপুরি নিমগ্ন হওয়ার ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করে। তারপর একটু সুস্থ হলেই তিনি ভ্রমণে বেরোলেন কাস্‌তিলের দিকে। পথে তাঁর আলাপ হলো পরিশীলিতা এক রমনী তথা লেখিকা, মারিআ তেরেসা লেওনের সঙ্গে; আর আলাপ নিবিড়তর হলে তাঁরা দু'জনে একত্রে ঘর বাঁধলেন। তারপর আবার অনেক অভিবাত অতিক্রম করতে হলো আলবের্তিকে। ১৯৩০ সালের পর থেকে তিনি একাধিক বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযোগিতা করতে থাকেন। এবং এক সময় তিনি যথার্থই ভেবেছিলেন যে রুশ সাম্যবাদীরাই বোধহয় ভবিষ্যতে মানুষকে আশা ও শান্তির পথ দেখাতে সমর্থ হবে। আর

১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত তিনি শুধুমাত্র বিদ্রোহের কবিতা লিখেই শান্ত হন নি। ফাসিবাদের বিরুদ্ধে শারীরিকভাবে লড়েছিলেনও। ১৯৩৪ সালে তিনি 'অক্‌তুব্রে' প্রকাশ করলেন ; যে বামপন্থী পত্রিকাটির, বলাই বাহুল্য, মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদী মতবাদের অগ্রসর ও উন্নতিসাধন। যাই হোক, ১৯৩৫ সালে তিনি সমুদ্র পাড়ি দিলেন। 'ত্রেথে বানদাস্‌ই কুআরেনতো ই ওচো এস্‌ত্রেলিআস্‌' (তেরটি দল এবং আটচল্লিশটি নক্ষত্র)-এ আমরা আলবের্‌তির নূ য়োর্ক ও লাতিন আমেরিকা অভিজ্ঞতার এক নতুন স্বাদ পাই। লোর্‌কার মতো তাঁর কাছেও নূ য়োর্ক হলো 'এক তেলের শহর।' তাই মার্কিনমুলুক থেকে সত্বর স্বদেশে ফিরে বামপন্থীপক্ষ সমর্থনে তিনি হিস্পানী গৃহযুদ্ধে যোগ দিলেন এবং ফ্রাংকোর জয় সুনিশ্চিত হলে তিনি ফরাসিদেশের দিকে পালাতে বাধ্য হন। আর সেখানে আবার ভিশি রেজিমের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁকে পাড়ি দিতে হয় দক্ষিণ আমেরিকা ও রুশদেশে। তারপর আবার হঠাৎ একদিন তিনি এসে হাজির হন বুএনোস্‌ আইরেসে ; এবং শীঘ্রই তিনি এখানকার বিখ্যাত লোসাদা প্রকাশনালয়ের কাজে যোগ দিলেন।

আলবের্‌তি বিচিত্র সুর ও আঙ্গিকের কবিতা রচনাতেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এবং বিশ শতকের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ—বাদের (সুররেআলিস্‌মো, উলত্রাইস্‌মো, পপুলারিস্‌মো, নএভো-গোংগোরিস্‌মো, বারো্‌রাকিস্‌মো প্রভৃতি) সঙ্গেই সবিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'মারিনেরো এন তিএর্‌রা' (ডাঙার কর্ণধার) সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পায়। অশান্তভাবে অপরিচিত দূরদূরান্তে কল্পনার অস্থির অভিযান, সৌকুমার্য তথা মর্মস্পর্শী প্রাথমিক কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। হিমেনেথের ভাষায় আলবের্‌তির কবিতা স্ফূর্তিতে আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে (সোর্‌প্রেনদিএরোন দে আলেগ্রিআ)। কবি যেন স্বপ্নালু অবস্থায় অসংখ্য প্রতীক ব্যবহার করেছেন, অবশ্য যাদের পারম্পর্য প্রশংসনীয়। তাঁর সার্থক চিত্রকল্পগুলি যথার্থই সমুদ্রের কথা স্মরণ করায় ; এবং নিদারুণ নস্‌টালজিয়ায় তিনি অনুভব করেছেন যে তিনি যেন পৃথিবীতে এক বন্দী। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই যেন সমুদ্রের গভীরে নিমজ্জিত। আর বহু রাত্রি জাগরণের পর তিনি আবিষ্কার করেছেন সেই ছেলেটিকে যে কর্ণধার হতে চেয়েছিল ; কিন্তু শেষপর্যন্ত আবার অন্তহীন নস্‌টালজিয়ায় তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কর্ণধার

চিরদিনের জন্যেই হারিয়ে গেছে ! কালথিওন আঙ্গিকের সুনিপুণ ব্যবহার, সারল্য ও সূক্ষ্মতায় 'মারিনেরো এন তিএর্‌রা' লোর্‌কাকে মনে করায়। অনেক সমালোচক অকপটে স্বীকার করেছেন যে আলবের্‌তির এই রচনার মাধ্যমে হিস্পানী কবিতা পুনরায় সেই পর্তুগীজ নাটকের জনক, পর্তুগালের প্লাতোন, য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের এক সেরা ফসল, খিল ভিথেনতের শুদ্ধ গীতিময়তায় পৌঁছোলো।

লুইস্‌ দে গোংগোরার তৃতীয় মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আলবের্‌তি তাঁর কবিতায় সংযোজন করলেন নতুন এক কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি। এবং গোংগোরার শৈল্পিকশুচিতা ও আঙ্গিকনৈপুণ্যকে পরিপূর্ণ আত্মস্থ করে তিনি বর্ণসমারোহ ও শব্দতরঙ্গে পাঠ-চৈতন্যকে আনন্দে স্পন্দমান করেই নিবৃত্ত হলেন না ; সার্বিক অন্বেষণ, কঠিন শাসন তথা নতুন এক রূপকল্পের মাধ্যমে তিনি উদ্বোধন করতে চেষ্টিত হলেন দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মভেদী চৈতন্যের অবস্থান্তরকে।

১৯২৯ সালে আলবের্‌তির 'সোব্‌রে লোস্‌ আনখেলেস' (দেবদূতদের প্রসঙ্গে) প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। স্যুর্‌রেয়ালিস্ত্‌ ভঙ্গিতে আলবের্‌তি তাঁর দেবদূতদের চিত্রিত করেছেন। দেবদূতদের বেশীরভাগই ক্রুদ্ধ, নিষ্ঠুর, কুশ্রী ও দেবলোক থেকে নির্বাসিত। সন্তাপ, মৃত্যু, নিয়তি প্রভৃতি বিষয়বস্তুতে তাঁর সৃষ্ট প্রতীকের প্রয়োগে কবিতা ঘন ও গভীর হয়েছে। এবং আলবের্‌তির আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি থেকে বলা যেতে পারে, পরবর্তীকালে লোর্‌কা তাঁর 'পোএতা এন নুএভা ইওর্‌ক' (১৯৪০) রচনায় অনেক খোরাক পেয়েছিলেন। অবশ্য আলবের্‌তি যেখানে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী মানবমনের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, লোর্‌কা সেখানে শুধুমাত্র অধুনা বিশাল শিল্পসমৃদ্ধ নগরীর বিশৃঙ্খলায় ভীত ও শংকিত হয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন।

পরিশেষে ম্যালানের আর একটি মূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত করেই আলবের্‌তি সম্পর্কে আমি আপাতত আমার এই ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ভাষ্যের ইতি টানছি :

A feeling for ironical whimsy and a sense of eligiac tragedy represents the range and flexbility of Alberti's technique. Between these two poles also lies his sensitivity to the lyrical. (Ibid.)

মুমূর্ষু জগৎ | বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

কুঁড়ি ক্রমে ফুল হয়, বালিকা সে হয়ে ওঠে নারী,
সে নারী প্রেমের পণ্য, প্রেম পণ্য টাকার বাজারে ;
বিকোতে দেখেছি ফুল, মালা, নারী হাজারে হাজারে
চিৎপুর দিয়ে যেতে অবশ্য এ দুর্ভাগ্য আমারি।

যদিবা এ সংসারের গূঢ় কোনো তত্ত্বটুকু জেনে যেতে পারি
এই ভেবে রাস্তা হাঁটি ধোঁকার টাটির মতো চিৎপুরের ধারে
বহুপ্রজ এ-পৃথিবী ভেঙে পড়বে কবে ঠিক জনসংখ্যা ভারে
ট্রামে যেতে সে হিসাব কষে কষে অবাক্ হলাম বড়ো ভারি।

বড়ো বেশিদিন ধ'রে বেঁচে গেলো আমাদের এ-পৃথিবী বুড়ী
বিয়ায়ে গিয়েছে ঢের ঠিক মতো খেতে কই দিতে পারেনি তো।
হাইড্রোজেন বোমাটা যে ঢের ভালো এ আজব যুক্তির সুড়সুড়ি
পেয়ে ভাবি ওতে তবু আছে কিছু এ-ব্যাধির দাওয়াই নিহিত।

ট্রাম বাস গাড়ি ঘোড়া সবই মৃত্যু দিয়ে মোড়া নাভিশ্বাসে যেন
খাবি খায় ;
ফিরে না আসার পথে দেখি ধায় জনস্রোত মাস, বর্ষ, দিন, সংবৎ।
'সৎকার সমিতি' লেখা শববাহী গাড়ি এক পাশ দিয়ে যেই চলে যায়
মুহূর্তখানেক ব'সে ছায়ার বিকেল থেকে দেখলাম মুমূর্ষু জগৎ॥

দুটি কবিতা | কৃষ্ণ ধর

১

তিন সত্যি

তখন ভীষণ ক্লান্ত ছিল অন্ধকারের মাঠগুলি
এই মানুষগুলির মতো
যারা অন্য মানুষের চোখ এড়াবার জন্য
দ্রুত পায়ে অরণ্য পার হচ্ছে।

ভূতুড়ে আলো নিয়ে জ্বলছিল জোনাকিরা
কারখানার পাশে
মরা মানুষগুলি এবার নড়ে চড়ে বসবে
সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখে।

গালে হাত দিয়ে আকাশটা ভাবছে
নদী এখনও অবিরল স্রোতে চমকায়
এই মানুষগুলি
এই দিনগুলি
এই রাতগুলি
আর সকালটার জন্য।

যদি রাত পোহায় তবে
যদি রাত পোহায় তবে
যদি রাত পোহায় তবে
আকাশ তার কাছে তিন সত্যি দয়ে রেখেছে।

২

অন্য কলরব

অসম্ভব কোলাহলে গলা ডুবিয়ে
আমার ভালবাসা
চিবুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
তোমার পথটা কোন দিকে গেল ?

তুমি চুপি চুপি আর ডাকো কেন,
কাঁটা পায়ে যেতে যেতে রক্ত ঝরে
তোমার কাছে কখন গিয়ে পৌঁছুবো ?

তুমি কখন ডাকলে শুনতে পাইনি
আমি আকণ্ঠ ডুবে আছি অন্য কলরবে
ভালবাসা তোমার হলনা
এত দেরী করে তুমি ডাকলে কেন ?

তুমি হাত ধরলে আমি জানবো
এই কথা ছিল
তুমি কখন আলোকিত অন্ধকারে
চলে গেলে
আমি জাগিনি
হে নিষ্ঠুর, তবে তুমি আমাকে
কথা দিয়েছিলে কেন?

দুটি কবিতা | শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১

দ্বারে জেগে থাকি

শেফালির কুঁড়িগুলি হয়নি এখনো ফুল—মালা তো দূরের
শেফালির মালা তুমি ভালোবাসো? মালা যে সুরের
সহধর্মিণী—মালা, তার জ্বালা, তার বহু জ্বালা!

একান্তেই ভালো আছি—কেউ নেই আত্মীয় স্বজন
দেহ থেকে ভিন্ন হয়ে পুড়ে যায় অনাত্মীয় মন
যা পোড়ে না, বেঁচে থাকে—ভালোবাসি ভালোবাসি তাকে।

কিছু কি নিযুক্ত নয়? চলাচল, গাছপালা?
স্বেচ্ছাচার আছে বলে সংযমী সর্বত্র মারে তালা
পারে কি পারে না, সেই-ই জানে যে নিক্ষিপ্ত অনুমানে।

মৃত্যুতেও ক্লান্তি আছে, যে মরে না সে তো জানে ভালো
দূর থেকে কাছে আসে সংশয়-সন্দেহ-ভরা আলো
'কে যায় একাকী?'—দ্বারে জেগে থাকি, আমি জেগে থাকি!

২

বৃষ্টিও হয়েছে

বৃষ্টিও হয়েছে বুড়ো—এবার এসেছে অসময়ে
হাতে লাঠি, কুঁজো পিঠ—দৃষ্টিও আচ্ছন্ন ছিলো তার
যার জল পেলে কিছু ভালো হতো সে পেলো পাহাড়
নষ্ট শস্য মিশে গেলো স্মরণীয় কালের মৃন্ময়ে!

মাটিতে সকলি যায়—অহংকার শুধু থাকে বসে
পশ্চিমা টিলার রোদে তাকে মনে হয় সর্বনাশ
জীবন লাগে না ভালো, ভাবে—জীবনের দ্বন্দ্ব হাঁস
নিকটে, জলেই চরে—আজো কেন এখনো বদ্ধ সে?

নীলামের পরে | আনন্দ বাগচী

ফিরে যাবো ভেবেছিলাম, সবপথ জুতোয় মাড়িয়ে
ঘাসফুল কাঁটাগুল্ম ধুলোয় ধূসর চিহ্নগুলি,
অনেক ঠিকানা লেখা কাগজ কুঁচিয়ে চারপাশে,
আর কোন মোহ নেই, যাদুকর ফিরে যাচ্ছে হাতে
ভালোবাসার উল্কি আঁকা, প্রথম যৌবনে মূর্খসুখ
কি সব নামধাম যেন ছবি ক'রে রাখতে চেয়েছিল
চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে, দরজাও খিলানে মাথাঠুকে
আরো যতভাবে পাওয়া যায় সেই সাবেকী যন্ত্রনা
বুকের মধ্যেই যেন ঘণ্টা নেড়ে কি যেন নীলাম হয়ে গেল
অনেক সাধের আয়না, মুখমোছা আয়না, আহা গেল!

কারা যেন ডেকে নিল পুরাতন প্রেম, অন্ধকার ঘণ্টা নেড়ে
নিষ্ঠুর নীলাম-অলা ছুঁড়ে দাও গোপনতা রাস্তার ওপরে॥

দুই বান্ধবীর জন্য | পরিমল চক্রবর্ত্তী

এলেনা কেন তোমরা দু'জনায় ?
অনেক হাওয়া ব্যর্থ হ'লো, মত্ত হাহাকার
কাঁদালো মন, কাঁপালো দেহ ; আর্ত ব্যথাভার
নামলো আমার পথ-হারাণো প্রাণের আঙিনায়।

এলেনা কেন
সন্ধ্যাবেলার বকুল ঝিরিঝিরি
দখিন হাওয়ায়
পৃথিবী ভুলে ? অনুভবের সিঁড়ি
ডিঙিয়ে নরম পায়ে মুগ্ধ মনের দাওয়ায়
এলেনা কেন ?

এলেনা কেন, এলেনা কেন ?
স্মৃতির বেলী চামেলিগুলি কাঁদছে অবিরত
মা-হারাণো অবোধ শিশুর মতো।

এলেনা কেন, এলেনা কেন ?

দুটি উৎসর্গীকৃত কবিতা | সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

১

(স্বেচ্ছা-সমর্পিত

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিষ্ণু দে-কে) *

গোটা কয় সিগারেট পুড়ে গেল, পতঙ্গের দশা,
অনেক বলার ছিল, তারো বেশী প্রসুপ্ত না-বলা।
সারাঘর জুড়ে গল্প, দুরন্ত শিশুর ওঠাবসা,
হানাদার, যুদ্ধক্ষেত্র, আর ফাঁকে ফাঁকে শিল্পকলা।

উত্তর সীমান্ত জুড়ে বর্বরতা, নিজেরা দুর্বল,
এতদিন অহিফেনে কাটিয়েছি বৃথাই সময়।

যখন নিদানকাল দরোজায় তখন লজ্জায়
শক্তির স্বপক্ষে এসে শত্রুসৈন্যে করেছি চঞ্চল।

ঘরে দোলে উত্তেজনা, কিন্তু কেউ তবু সমাহিত,
এককোণে স্বল্পবাক, দুচোখে সমুদ্র-গভীরতা
মাঝে মাঝে স্মিতহাসি, কণ্ঠে সুগ্রথিত কিছু কথা,
এবং আমারও মন ওইখানে স্বেচ্ছা-সমর্পিত।

কিন্তু সময়ের গতি—রেসকোর্সে দ্রুত শনিবার,
সুতরাং ঘরেতে ফেরো, মন বল্ল চলো ঘরে ফিরে।
বিদায়ের পদশব্দে চূর্ণ হল সান্নিধ্য-সংসার,
যা কিছু বলার ছিল নিরুদ্দিষ্ট উৎসের শরীরে।

প্রেম কিংবা শ্রদ্ধানতি—এ অভিধা মধ্যযুগের,
অতএব সেই কথা আবৃত্তির নেই প্রয়োজন।
শিল্প-সওয়ারের সংগে কিছুক্ষণ—এ অনেক, ঢের।
ফের যেন দেখা পাই—চেতনায় প্রত্যাশী স্পন্দন।

২

পথ চলি

(প্রমোদ মুখোপাধ্যায়-কে)

এক কোঁচড় আশার জুঁই চেতনা করে গাঢ়,
তোমার দিকে তাকাই যেই ইচ্ছা হয় রোদ
হতেই হবে আগামী ভোরে। সমস্ত ঋণ শোধ
করতে হবে। এবং আজ বাঁচতে হবে আরো।

সমস্ত পথ রুদ্ধ এখন বন্ধ দরোজাটা,
কান্না এখন সঞ্চয় বা সম্বলের কড়ি।
ভালোবাসতে হবে শুনলে গায়েতে দেয় কাঁটা,
চতুষ্পার্শে অবক্ষয়ের বিহার শুধু গড়ি।

ইচ্ছা হয় মাতাল হই—রক্তলাল সুরা,
কোথায় সেই স্মরণে খোঁজা খুসীর শৈশব।
কিন্তু তোমায় ভাবলে পরে অপস্মৃত সব,
ইচ্ছা হয় আবার ছুঁই ধূসর তানপুরা।

ইচ্ছা করে প্রতীক খুঁজি, কবিতা লিখি আরো,
তুমি সুরের ব্যাকুলতা, আমরা গানের কলি।
এক কৌচড় আশার জুঁই চেতনা করে গাঢ়,
তোমার দিকে তাকাই আর দূরের পথ চলি।

---

* কবিতাটি চীনা হামলার সময়ে লেখা। —সম্পাদক

আমরা আছি | পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

যদিও দৃষ্টির দৌড় তোমাকে ছুঁতেও পারছেনা—
দিনের আলোক ছুঁয়ে মনে হল
এ-আলোর সংলগ্ন তুমও ;
এবং আমার নিঃশ্বাস
যে-কথা আকাশে রাখল তুমি তার আঘ্রাণ পেলে—
যদিও আমার কণ্ঠ তোমার কাণের প্রান্তে
পৌঁছতে পারছেনা।

একটি টেবিল ছুঁয়ে যদিও আমরা বসে নেই
তবুও আমরা আছি
পরস্পরের কাছাকাছি।

পালিত অরণ্যে | রত্নেশ্বর হাজরা

শব্দ হলে পাতা ঝরে পড়ে। যে কোনো বৃক্ষেই
কিছু শুক্‌নো পাতা থাকে
যে কোনো অরণ্যে
কেউ না গেলেও শব্দ হয়—
যেকোনো বুকের মধ্যে পালিত অরণ্য কিছু ডাল
শুক্‌নো পাতায় ভরে রাখে
চিতা ও চিত্রল হাঁটে
শব্দ হয়
পাতা ঝরে পড়ে
সমস্ত বৃক্ষেই
কিছু শুকনো পাতা থাকে। সমস্ত বুকের
পালিত অরণ্যে কিছু ডাল
শুক্‌নো পাতার।

আমারও অন্তরে অনির্বাণ দাহ জাগে | শুদ্ধসত্ত্ব বসু

এই দীর্ঘ সতেরো বছরে পনেরো আগষ্ট এলে
একটু পুলক জাগে—শীতান্তের তৃষিত বকুল
হঠাৎ চমকে উঠে স্বপ্ন গাঁথে কুঁড়িতে আদুল,—
আমরাও ছুটি পাই, তেমনি ওদিনে, সব ফেলে
নিশ্চিত আরামে বসে তাস খেলি। সব অবহেলে
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, অর্থ—নানাবিধ সমস্যার ফুল
আলোচনা নাম নিয়ে ফুটে ওঠে অনিন্দ্য, অতুল।
বলি : এই স্বাধীনতা ? এর চেয়ে ভালো থাকা জেলে।

কি জানি হঠাৎ এই সেপ্টেম্বরে ছিঁড়ে ফেলে তাস
টুঁটি ধরে নিয়ে গেল ছাদে, পুষে আমার বিবেক।

এ দেশ আমার দেশ, এ মাটি আমার মা—এ মন্ত্র
অহরহ প্রাণে বাজে, শত্রু রুখে আমিও সৈনিক!
কোথায় সে আলোচনা? দীন আমি, আমারো অন্তরে
অনির্বান দাহ জাগে, বোধহয় এই দেশ প্রেম!

পৃথিবী অন্ধকার | পরেশ মণ্ডল

দুহাতে দুচোখ আড়াল করেই হয়েছ দিগ্‌বিজয়ী
বহুদূরে ওই পর্বতচূড়া আরো দূরে নীল তারা
স্পর্ধার কাছে তোমার সমর্পন
কানাগলি দেখে ভ্রমণের সাধ চিৎপুরে খেলাঘরে
যাবো না যাবো না
নাম ধরে কোনদিন
ডাকবো না অবিনাশ
তুমি
মাটিতে নামাও চোখ
পাশের কুয়োটা মৃতিমন্ত নয়
আকাশে অনেক তারা
হৃদয়ে উটের ছায়া
পৃথিবী অন্ধকার।

একদা বালককালে | তুলসী মুখোপাধ্যায়

একদা বালক কালে সারাগায় নামছিল প্রখর সজাগ
দরোজায় আলগোছে টোকা, বারান্দায় হেঁটে গেলে কেউ
অথবা জানালার গরাদ ছুঁয়ে রোদ্দুর লাফালে
কিংবা উঠোনের এরিয়েলে বাতাসের ফিস্‌ফাস্ হলে
কিংবা কার্নিসে কাকের কা-কা, নিমপাতা উড়ে এলে ঘরের দেয়ালে
সজারু-কাঁটার মতো তক্ষুনি সারাগা খাড়া হয়ে যেত—
একদা বালক বেলা পায় পায় নামছিল দারুণ মুখর।

ভিনদেশী মেঘ এলে সেইদিন গাঙপারে ছুটে যাওয়া যেত
ইচ্ছে হত, তাহাদের বুকের ভিতরটিতে ঢেলে দিই নাম
বকুলের মাস পেলে দুপুর মাথায় করে সকল পৃথিবী ঘোরা হত
একদা বালকবেলা সাতরঙ রামধনু ধরা দিত যদি
চিলেছাতে উঠে গিয়ে একলাফে সর্ব্বস্ব উজার করা যেত
গোল্লাছুট খেলা পেতে—ফড়িংএর পিছু পিছু ছুটে
ধানক্ষেত, কাশফুল, হরিয়াল পাখীর পালক
বনভূমি, ছায়াপথ, নদীচর, সুপুরী বাগান—এ সব নীলিমা
সারাগায় সেইদিন মাখা হত নিরবধি ঘরবাড়ী ভুলে
একদা নিখিল ভুবনময় অসম্ভব ছড়িয়ে ছিলাম।

অকস্মাৎ আমাকে হাজতে হাজির করা হল:
হাত-পা-কোমড়-বুক-দেহের ওজন-চোখ-ঘিলু ও উত্তাপ
দজির মতন কারা নিপুণ ফিতেয় মাপ-জোক নিল
এবং ওলট-পালট করে নানাবিধ জেরা অন্তে
এক টুকরো মানচিত্র, খানকয় ফটোপ্রিন্ট ছবি, কিছু স্বরলিপি
এ সব জীবনবীমা আমাকে গছিয়ে দেয়া হল।

অতঃপর কুয়াশার হেপাজতে ঘরে ফিরে আসি
ঘেরাজালে চারধার ভীষণ আলাদা হয়ে যায়
দূরবীনের কাঁচে প্রগাঢ় বিকেল নেমে আসে
আর আমি হাই তুলে—সারাক্ষণ দীর্ঘ হাই তুলে
ঘুমের মতন জেগে থাকি।
ধানক্ষেত, কাশফুল, হরিয়াল, সুপুরী বাগান—
প্রভৃতি বালকবেলা ক্রমশঃ মুছে যায় করবেখা থেকে
বাহুমূলে তাবিজের তাপ টুপ্ করে খসে পড়ে যায়
আমি নিজের নামকে ধরে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারি ঘরের দেয়ালে
রাশি রাশি ধূলোবালি হা-হা করে হেসে ফেটে পড়ে
আমি নিজেকে খামচে ধরি নিদারুণ ত্রাসে
বরফ কুঁচির মতো সারাঘরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নেমে যায়।

একদা বালক কালে সারাগায় নামছিল প্রখর সজাগ।

একটি মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে | মৃণাল বসুচৌধুরী

অনেক কথা অনেক স্মৃতি
অনেক প্রিয় দিন ;
কেমন করে হঠাৎ যেন
সবাই উদাসীন।
ক্রমাগতই কমছে আলো
রোদ্দুর যায় যায়—
ঝোড়ো হাওয়ায় নৌকা দোলে
দীপ্ত মধ্যমায়।
অনেক দিনের ইতিকথা
মগ্ন অভিলাষ
কেমন করে সমস্ত প্রেম
হারালো নিঃশ্বাস।
মুহূর্তে সব আলোছায়ার,
উত্তেজনার দিন—,
কাশবনে কি শ্মশান গড়ে
সময় অর্বাচীন।

যুবক প্রতিভা পেলে ঠিকানা থাকেনা | ক্ষিতিশ দেব শিকদার

আমাকে ক্ষোভের সংগে বলতে হল অস্থায়ী ঠিকানা। তুমি
মুখ টিপে হাস, ভাব, এসব কৃত্রিম দুঃখ—নিছক বাহাদুরীতে
রাস্তার মজা লুটে নিতে চায় বোহেমিয়ান ছেলেটি ! হায়রে বাসনা
কি করে বোঝাই এই অ-খোলা দরজার কাহিনী, কেন গৃহহীন !

তাহলে কোথায় থাকি ঘোর রাত্রিকালে ? কোথায় নিবিড় করে
ঘুমাবার জায়গাটা ? না, আমি ঘুমাইনা কয়েক হাজার
বছর, পথে পথে ঘুরি, রাত্রে স্বপ্ন দেখি দুর্বিনীত কীটের উল্লাস।

শুনেছি তোমার মুখে পথের ওধারে নাকি ঘাস আছে
তাদের সবুজ রঙ। গৃহ প্রবেশের পথে নাকি অনেক বর্ণের ফুল
আমাকেই চায়—ইত্যাদি নানান ইয়াকির মিথ্যুক ভাষণ—

আমি সার কথা জানি, যুবক প্রতিভা পেলে ঠিকানা থাকেনা।

যৌবন | নচিকেতা ভরদ্বাজ

না, আমরা চাই না নারী, শিশু গৃহ, গৃহের পরিধি—
সমাজ সংসার—স্বর্ণ শস্যের সানন্দ রচনা।
আমরা চাই যৌবনের স্বাদ।
ভালোবাসা প্রেম নয়, পুণ্য নয়। শুধু পরিচিতি
যৌবনের স্বর্ণরাজ্যে অসহ্য গোপন অভ্যর্থনা।
আমরা যৌবন জাত, যৌবন-অন্বেষা কাতর।
অন্ধকার মহার্ণবে খুঁজি শুধু যৌবনের মুখ।
আয় ঝড়, আয় তুই যৌবনের সুতীব্র মুখর
দৃপ্ত ঝড়,—সর্বাঙ্গে রেখে যা তোর নন্দিত হাতের
অপরূপ আলপনা, ছিন্নভিন্ন করে দে আমাকে।
আমার সর্বাঙ্গ থেকে মুছে নে অসুখ,
মুখোমুখি হতে চাই তীব্রতম ক্ষণ-জীবনের।
সন্ধ্যার সমুদ্র-ব্যথা আমাকে যে অহর্নিশি ডাকে।

যৌবনের পুষ্পগুলি—আহা তারা বড়ই একেলা,
বড়ই কোমল স্নিগ্ধ ; স্বাদু অন্ধকারে
ঘুমিয়ে রয়েছে তারা। ঢেউগুলি করিতেছে খেলা
সারাবেলা—কোমল রৌদ্রের স্নেহে, নীরব জ্যোৎস্নায়।
প্রার্থিত সম্রাট তুমি যৌবনের মুক্ত রাজদ্বারে।

মুহূর্ত-বৃত্তের ব্যথা—কী রকম অদ্ভুত আকাশ
নিয়ে আসে চারিদিকে—সকলের। সন্ত্রান্ত জলসায়
নীল নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে হবে, ফলিত বিভাস
চারিদিকে ফেলিতেছে নীলাঞ্জন ছায়ার আল্‌পনা।
ফুলের জলসায় আজ আমি হব মৌনের প্রার্থনা।

যৌবন আমার হাতে রেখেছে যে দুটি তার মৃদ্ধতম হাত,—
ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়ে তার কণ্ঠে আমি শুনেছি যে আকাশের গান,
সমুদ্রের সপ্তস্বর, বিচ্ছুরিত বিকীরিত বর্ণের প্রপাত।
পুষ্প-পল্লবিত এই দুপুরের শান্ততম নিভৃত উদ্যান
আমার মুক্তির পথে সাজিয়েছে দুরন্ত সাগর।
অমন দুচোখ তুলে তাকিও না, সাতলক্ষ করুণ ভ্রমর
গুঞ্জন করছে শোনো। মৃত্যুকে কে না করে সম্মান?
এক একটি ছিন্ন পাপড়ি কাঁদিতেছে বুকে নিয়ে
এক একটি নিহত ভ্রমর।

উত্তর | সুদর্শন রায়চৌধুরী

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাস্ কী দেবো আর তোকে?
দেবার ছিলো অন্তহীন যন্ত্রণার ফুল
সুখের সাথে মিলনরাতি পোহালো-কোন সুখে
এখন আর মাতাল নই; মাতাল শুধু থাকে
আমার ঘর নির্জনতা একক হাতিয়ার—
শূন্য বাটি—রক্তহীন অন্ধকার জাপে
অহর্নিশ—প্রেম কী সখি অসংবৃত শর
অকস্মাৎ বিদ্ধ করে হৃদয়ে আনে ঝড়!
মেঘের পারে চাঁদ উঠবে সূর্য্যি ডুবুডুবু
এবার খেলা ভাঙার খেলা, সাঙ্গ হোল বেলা
আমার ঘর অন্ধকার প্রদীপ নিবুনিবু
দালানে তোর বিছানো শপ্ কুঁজোয় জল তবু

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা গেলে ভালোবাসার ঘায়ে
আঘাত তোকে দেবো না আর থাকিস্ পথ চেয়ে
কখনো যদি আঘাত পাস্। যন্ত্রণার ক্ষতে
ভালোবাসার প্রলেপ চাস্ ডাকিস্ সেই রাতে।

ছবি | অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

কে যেন
দূরের ইজেলে ঘন
দিনের টিউব টিপে
একরাশ রঙ্ ঢেলে দিল।

সে যেন,
ছবিটিকে নিয়ে কোন
মেঘের ফ্রেমেতে বেঁধে
আঁধার দেয়ালে এঁটে দিল॥

দেশান্তরে | দেবকুমার বসু

রাহু গ্রাস করল অবশেষে
আলো সরে গিয়ে অন্ধকারের রাজত্বে
সঁপে দিলাম আমরা
আত্মসমর্পন করলাম মৃত্যুর কাছে

মৃত্যুর পথে পা বাড়ালাম।
অন্ধকারের রাজত্ব শেষ হবে কবে—
এই প্রত্যাশায় আত্মসমর্পন করলাম মৃত্যুরই কাছে
সমস্ত পৃথিবী যখন আমার দিকে তাকিয়ে
আমার প্রত্যাশায় নীরবে অপেক্ষমান
ঠিক তখনই পরাজিত হলাম নিজের কাছে।

আত্মহননে ভঙ্গুর আমি
নতুন করে বাঁচবার আশায়
আবেদন জানালাম মনুষ্যত্বের কাছে।

অবশেষে অন্ধকার শেষ হয়ে
আলোকের ধারায় পৃথিবী উদ্ভাসিত হলো
মানুষ মানুষকে ফুলের মত ভালোবাসতে শিখলো
আমরা পা বাড়ালাম অন্য একদেশে।

সূর্য কুটুম্ব হ'তে। বাসুদেব রায়

অন্তরতমাকে মুক্তির ঈশারায়
সূর্য কুটুম্ব হ'তে ব'লে—
নিঃশেষিত হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে
মেঘলা শৈবাল দীঘির স্বপ্নের সাজিতে
বসন্তের মালিন্যকে ধুয়ে ফেলে দিই।

এবার ধুয়ে ফেলে দিই
ধুয়ে ফেলে দিই—
অসংখ্য গাছের সারি দেওদার পত্রিকা
ডাক দেয় যদি
ডাক দেয় যদি—
তারা দীপ সন্ধ্যার রঙে
সূর্য কুটুম্ব হওয়ার সাধ
তবু জেগে থাকে॥

কবিরা বলেন | ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

কবিরা বলেন, 'রাত্রি ভালো',
আমার ঘুমের নেশা।
দিনের যেটুকু তবু আলো
যতটুকু জীবনের তাপ—
তার নিভৃত নেপথ্যে
পাতা মেলে লাজুক সংলাপ।

আমি জানি বহুকাল এ ছিল বাসনা,
দিনের আলোর শেষে দ্বিতীয়ার চাঁদে
একবার প্রিয়নাম করব স্মরণ,
হেমন্তের তারাগুলি ঝরবে নির্জনে
প্রত্যাসন্ন মিলনের ব্যস্ত চেতনায়।

হায় আমি নাগরিক! সন্ধ্যাকাল কাটে
ইতস্তত রেস্তরাঁয়; বন্ধুদের দাবী,
সামাজিক কিছু গুণ—এই ত জীবন।
তারপর রাত্রি আনে বিনিদ্র স্বাপদ,
সফল জীবিকা নিয়ে নটীরা ঘুমায়
আমাকেও কানে কানে কে যেন শোনায়
—আয় ঘুম, ঘুম আয়।

টিলার নাম যৌবন | কুমার মুখোপাধ্যায়

রাত্রির শেষে
প্রদীপ্ত সূর্যের চোখে প্রসন্ন প্রশংসা।
স্থির! সবুজ! প্রাণময়! পরপর কয়েকটি মাটির ঢেউ!

হেমন্তের কুয়াসায় গলে গেছে দূরের ধানক্ষেত,
রাত্রের সংগমে ক্লান্ত ঘোলাটে আকাশ,
রমণীর শিথিল অংগের ঢেউ—
প্রজাপতি দক্ষের ত্রিপুরী পত্নী শায়িত, এখানে।

ঢেউয়ের বুকে—পিঠে অনেক গাছ
ঝাঁপিয়ে পড়েছে দামালের মত
মনে হয় যেন শতসহস্র কৌরব—
কিংবা সব যেন দক্ষের মেয়ে—যৌবনে তৃপ্ত।

বিকেলে রক্তিম সূর্য;
সম্রাটের মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি:
প্রাণ আসবে—নতুন করে আসবে
তার অংগে অংগে কে বাজায় বাঁশি
সমস্ত টিলা আবেশে কাঁপতে থাকে মিলনের প্রতীক্ষায়
লাবণ্যের ঢেউ নিয়ে শায়িত কুমারী অহল্যা।

টিলার ঢেউয়ে দোলে তোমার যৌবন।

ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো এক রাত | গৌরাঙ্গ ভৌমিক

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

গীর্জার ঘণ্টার ধ্বনি বেজে গেলে রাত বারোটায়
পবিত্র পানীয় হস্তে বসলাম ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়ে।
অতর্কিত করুণায় দুই চোখ থেকে তাঁর
জ্যোৎস্না ঝরে গেলো।

বললাম, প্রভু কিছু শান্তি দাও। অন্তত:
দুটো চারটে নড়ের সন্ধান।
স্বদেশে বিপন্ন আছি পরবাসী হয়ে।
সহসা প্রভুর কণ্ঠস্বর সুপুরি গাছের মতো দীর্ঘ হয়ে গেলো।
চতুর্দিকে প্রসারিত স্তব্ধতার ছায়া।

বললাম, প্রভু কৃপা করো, মুখ খোল সরব সংবাদে।
যন্ত্রণায় সঙ্ঘবদ্ধ থাকি বলো কতদিন
তোমার সাথেই।

ঘরের ভেতরে সব ছায়াগুলি কাঁথা মুড়ি দিয়ে
ঘনতর হলো। দেয়ালে ঘড়ির কাঁটা মেপে গেলো নির্ভুল সময়।
আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রভুর দুচোখ
ঝাপসা হয়ে এলো। আমার দর্পনে প্রভু দেখছেন নিজেরও মুখ।

আমরা উভয়ে বিদ্ধ একমাত্র শরে।

এগিয়ে আসে | পুষ্কর দাশগুপ্ত

এগিয়ে আসে
আর বিশাল দুটি ডানা দিগন্তের নীলিমার অনাবরণ
ঢেকে দিয়ে অন্য একটি কালো অন্তরাল তৈরী করে
কিংবা কালো মেঘের

জমাট কুটিলতা
এবং কিছুতে থামানো যাবে না এমনই গতিতে ক্রমশঃ
এগিয়ে আসে
আর হাওয়া থমথম করে থাকলেও বিপুল ডানার
ঠাণ্ডা অন্ধকার ঝাপটা নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে যায়
তখন আলোর গোলাপী পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে
তখন জলের প্রবাহিত কলধ্বনি শোনা যায় না
আর তখন
একটা ধারালো তীক্ষ্ণ শিহরণ পায়ের গোড়ালি থেকে
পাকিয়ে পাকিয়ে শিরার গ্রন্থি বেয়ে চকিতে উঠতে থাকে
আর সমস্ত দৃশ্য
চোখের সামনের ধূসর সমস্ত কিছু থরথর থরথর করে কাঁপে
এবং
ডানার বিশাল গহন অন্ধকার নিয়ে এগিয়ে আসে
দ্রুত আরো দ্রুত।

চতুর্দ্দশী, ১৮ | শেক্সপীয়ার, ডব্লু

অনুবাদক : পল্লব সেনগুপ্ত

সোনা ঝরা গ্রীষ্ম-দিন, সে কি তবে উপমা তোমার ?
তুমি ত মধুর আরো, আরো নম্র রয়েছ অন্তরে,
বৈশাখের ঝোড়ো হাওয়া কাঁপায় যে কুঁড়ির সম্ভার,
গ্রীষ্মের পল্লবগুলি, তারা সব, পলকেই ঝরে।
কখনো ইন্দ্রের আঁখি, রুদ্র-দীপ্তি, ঝলকিয়ে ওঠে,
স্বর্ণ-বর্ণ প্রায়শই ম্রিয়মান হয় প্রাতিভাসে
রূপ হতে রূপান্তরে, ক্রমায়য়ে, ম্লান হয়ে ফোটে
সহসা, কি, রীতিবদ্ধ প্রকৃতির অযত্ন-অভ্যাসে।
কিন্তু তোমার গ্রীষ্ম, অফুরান, সে-যে চিরায়ত
রূপের রত্নপেটী, সে সম্পদও তোমার অক্ষয়
মৃত্যুর বেদীর নীচে কোনোদিনো হবে না প্রণত
অনন্তের রেখাপথে বাঁচো তুমি শাশ্বত সময়।
নিঃশ্বাসে হৃদয় ভরে, যতদিন, রূপের দর্শনী
যতদিন প্রাণ আছে, ছন্দায়িত তোমার জীবনী ॥

অলস দুপুর | নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

হেমন্তের মৃতঝিলে বিষণ্ণ দুপুর ঘুমায়।

রৌদ্রের বয়স বিকিয়ে যায়,
এখন ছায়াময় রোদ্দুর,
চেতনা বিষণ্ণ হোল স্তিমিত আলোকে।

প্রচণ্ড বাস্তবে সচেতন আমি,
টেবিলের ঝিনুকটি বন্ধুর উপহার,
শিল্পীহাতের নিপুণ স্পর্শ আছে
শিল্পীর সম্মান প্রেরণা জাগায় মনে।

এখন হেমন্তের অলস দুপুর।

ডিয়েপ্‌পে | স্যামুয়েল বেকেট

অনুবাদ : প্রীতীশ নন্দী

এক ॥

আবার সেই উর্মিহ্রাস
সেই মৃতলোষ্ট্র
সেই বাঁক আর সেই সিঁড়ি
উদ্দীপ্ত শহরের দিকে

দুই ॥

আমার পথ চলে যায়
লোষ্ট্র আর বালুস্তূপের মাঝে
গ্রীষ্মের বৃষ্টি বরষে আমার জীবন 'পরে
আমার প্রাণ পালায়
তার আদি-অন্তের খোঁজে

আমার শান্তি ঐ দূরস্থ কুয়াশায়
যখন দ্বারসম্মুখে মূক পদচারণা সমাপ্ত হবে
আমি বাঁচব সেই মুহূর্তের জন্য যখন দ্বার
খুলবে আর মুহূর্তমাঝে বন্ধ হয়ে যাবে

তিন ॥

আমি কি করব এই বস্তুহীন অকৌতূহলী পৃথিবী বিনা
যেখানে অস্তিত্ব কেবল মুহূর্তের আর যেখানে প্রতি মুহূর্ত
প্রবাহিত করে শূন্যে অস্তিত্বের মূর্খতা
সেই উর্মিমাঝে যেখানে অবশেষে
এ-দেহ আর তার ছায়া একত্র বেষ্টিত হবে
আমি কি করব এই গুঞ্জনবিহীন স্তব্ধতা বিনা
সেই কষ্টশ্বাস সেই উন্মত্ততা উদ্ধার হওয়ার আশায় প্রেমের আশায়
ঐ দূরের আকাশ
আর তার ভারবাহী ধূলা নিচে

আমি করব আমি যা করেছিলাম গতকাল আর যা করব আগামীকাল
মৃত আলোর ভিতর থেকে খুঁজব তাকে
যে আমার মত যাযাবর জীবনমিছিল থেকে
প্রকল্পিত মহাশূন্যে
কণ্ঠহীন শব্দ দ্বারা
আমায় নির্জনতা আবৃত হল

চার ॥

আমি চাই আমার এ-প্রেম মরুক
তার সমাধি 'পরে বৃষ্টি পড়ুক
বর্ষণমাঝে আমি পথে পথে ঘুরি
শোকার্ত মন নিয়ে কারণ সে ছিল আমার প্রথম ও শেষ প্রেম

নভেম্বর | গিওভান্নি পাসকলি (Giovani Pascoli)

অনুবাদ : চার্বাক চক্রবর্তী

মুক্তোর মতো বাতাস, আকাশ এতো পরিষ্কার যে,
তুমি অ্যাপ্রিকট ফোটার জন্যে অপেক্ষা করে আছ।
তোমার হৃদয়ে শ্বেতকাঁটার তিক্তগন্ধের ঘ্রাণ

কাঁটাঝোপ শুষ্ক, চারাগাছগুলি কাঠির মতো
কালো ডিজাইনের স্বর্গকে চিহ্নিত করছে।
আকাশ শূন্য, পৃথিবীটাকে গর্ভের মতো
মনে হয়, প্রতিটি ধাপ প্রতিধ্বনিময়।

চুপ, চারদিকে হাওয়ার ভেতরে কেবল ব্যস্ততা।
দূরে শুনতে পাচ্ছ, ফুল ও ফলের বাগানে
পাতাঝরার টুপটাপ শব্দ।
এটা মৃতের শীত ও গ্রীষ্ম।

বিষ্ণু দে ঃ আকাদেমী পুরস্কৃত কবি

বিষ্ণু দে আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

এই অতর্কিত ঘোষণায় আধুনিক কবিকুল উদ্বাহু. আমাদেরও বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে সময় লেগেছে অনেকক্ষণ। কেননা, অবস্থাদৃষ্টে জেনে এসেছি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি দপ্তরের কষ্টিপাথরের নিরিখে সদসদের সমান মূল্য। সেজন্যেই রাষ্ট্রীয় লটারীর খেয়ালী চাতুর্যে সংকাবর ভাগ্যে যদি সম্মান কিছু জুটে যায়, তবে তাকে উপরিপাওনা বলেই মনে করতে হয়। যেহেতু, বিষ্ণু দে নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, এবং ততোধিক প্রচারবিমুখ কবি—সেজন্যে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যলাভে তিনি ধন্য হলে—কে না বিস্মিত হয়? দল তিনি গড়েননি, দলগড়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ—এই, ডামাডোলের বাজারে, সম্ভবতঃ সেজন্যেই প্রাপ্যমর্যাদা তাঁর কাছে একটু বিলম্বেই এসেছে।

কাব্য-সাহিত্যের প্রাচীনযুগটা ছিল রাজমুখাপেক্ষী এবং সভাকেন্দ্রিক। রাজসম্মান যে কবির ভাগ্যে জুটতো—তিনি জনপ্রিয়, প্রতিভাবান ইত্যাদি। অন্যথায় কবিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে আপন হৃদয়ের স্বগত-সঙ্গীত উচ্চারণ করেই নিঃশেষিত হতে হতো। ঈশ্বরের মতো রাজাও ছিলেন, সেকালে, সর্বশক্তিমান পুরুষ। তাঁর খেয়ালখুশিতেই কবির ভাগ্য নির্দ্ধারিত হতো।

সেযুগ নেই। এ যুগে মানুষ সচেতন হয়েছে। কবির সম্মান প্রজারা কিছু কিছু দিতে শিখেছেন। তথাপি, রাজারা তাদের পুরানো মোহ ছাড়তে পারেন নি। এখনও সেই খেয়ালখুশীর রাজত্ব চলেছে। তবে তাঁরা কালোপযোগী বেশে হাজির। এখনও গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে পুরাণো রাজা—তাঁর উজির-নাজির, মোসাহেব, ভাঁড় এবং তৎসম্পৃক্ত ভাঁড়ামি যথাবিহিত উপস্থিত। তথাপি এই অরাজকতার রাজত্বে, এই অস্থির চাঞ্চল্যের হাওয়ায়—দুটো চারটে সুবিচারও ঘটে যায়। সংস্কৃতিবান মানুষ এই দুর্লভ সুবিচারে তাই প্রসন্ন আনন্দে অধীর না হয়ে পারেন না। ভারত সরকারের এই বিলম্বিত দাক্ষিণ্যে আমরাও তাই উল্লসিত। যোগ্য-ব্যক্তির সম্মান লাভে কার না আনন্দ হয়?

বিষ্ণু দে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম সার্থক কবি। তরুণদের বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশংসিত হলেও অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের দ্বারা প্রায়শ: তিনি অনতি-

আলোচিত কবি। সমকালীন কবি জীবনানন্দ দাশের বলিষ্ঠ-প্রভাবের যুগেও বিষ্ণু দে-র লোকজীবন-সম্পৃক্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কবিতাবলী কাব্যপাঠককে এক মহত্তর ভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছে। সমসাময়িক বাঙলাদেশ, দুশ্চরিত্র বর্তমান, প্রসন্ন ভবিষ্যতের জন্যে প্রতীক্ষা এবং স্বাতন্ত্র আলোকে মানসভূমিতে পর্যটনের একাধিক উজ্জ্বলচিত্রের ব্যবহারে—তাঁর কাব্য উজ্জ্বল। তিনি আত্মসচেতন, যুগসচেতন, অভিজ্ঞতালব্ধ কবি। চিত্রকলা, সঙ্গীত, দর্শন ও শিল্পের সচেতন প্রভাবে তাঁর কাব্যের অন্তর্বাস ও বাহিরাবরণ নির্মিত। ফ্রয়েড-মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব কবিচৈতন্যের অন্তর্দ্বারে পলিস্তূপ সঞ্চিত করেছে। তাঁর কবিতার এক উজ্জ্বল অংশ এই পলির সরসতায় প্রাণবন্ত।

কবিতাপাঠকের নিকট বিষ্ণু দে একটি সহজ সুশ্রাব্য নাম, মূর্ছিত কবি-প্রাণে জলতরঙ্গের ধ্বনির মতোই নম্র সঙ্গীতের মৃদু টুং টাং। সাগরের দুর্বিনীত তরঙ্গাঘাত হয়তো তাঁর কাব্যে অশ্রুত। তথাপি কাব্য রূপায়ণে তিনি নদীর মতোই নম্র এবং গতিশীল। কাব্য রচনায় এমন প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ নম্রতা সাম্প্রতিককালে একান্ত দুর্লভ। তাঁর প্রথম যুগের রচনা থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমগ্র রচনা এক অখণ্ড প্রাণ তন্তুতে গ্রথিত। এই লক্ষণীয় ধারাতেই বিষ্ণু দে বিচার্য। তাঁর নিরলস কাব্যসাধনার পুনর্মূল্যায়ণ ভবিষ্যতে হয়তো আবার হবে। আমরা সেই আস্থাশীল ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করে আছি

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

ভাঙা-আরশিতে পুরো মুখের ছবি ফোটে না, "একটি মুখের হাজার প্রতিচ্ছবি, ছড়িয়ে পড়ে হাজারখান হয়ে।" তাই সম্পূর্ণকে জানতে হলে টুকরোগুলোর সন্ধান আবশ্যক। কারণ, টুকরোগুলো স্বতন্ত্রভাবে অসম্পূর্ণ। এবং ভগ্নাংশ চিরটাকাল সমগ্রতারই পরিপূরক। আধুনিক কবিতা এই ভাঙা-আরশির সামিল। কবির মানসিকতা বিচারে তাই সতর্ক-পাঠকের সন্ধানীদৃষ্টি আবশ্যক।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক কবি, প্রচলিত অর্থে সাম্প্রতিক অভিধা দেওয়াই হয়তো অধিকতর সঙ্গত। তাঁর কিছু কিছু কবিতা আমরা বিভিন্ন

সাময়িকপত্রে পড়েছি এবং পড়ে চমকিত হয়েছি। সাম্প্রতিককালের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা ও নৈরাশ্য, অনুভবের তীক্ষ্ণতা ও নির্জনতা এবং সময়ের সীমাহীন ধূসরতা সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিপ্রাণকেও অশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আত্মোপলব্ধ সত্যের প্রকাশে ও সন্ধানে কবি কখনো নৈসর্গিক পটভূমির সহায়তা গ্রহণ করেছেন—তাই দেখি, সমুদ্র, পর্বত, নদী, উপত্যকা ও আকাশের নীল নির্জনতা কবিপ্রাণেও সঞ্চারিত। আবার কখনো তিনি আত্মানুসন্ধানে আত্মস্থ, মহামৌনতার মুখোমুখি। তাঁর চিদ্গত অস্থিরতা ও অনুসন্ধান সমস্তই কালকে নিয়ে, কালকে ঘিরে। কালোত্তরণের প্রয়াস হয়তো আছে, তবে সে প্রয়াস কখনো সোচ্চার নয়, (অনুচ্চার্য ব্যাকুলতার মধ্যেই তা সীমিত)।

যতদূর মনে হয়, কবি প্রচারবিমুখ এবং নিয়ন্ত্রণ। সরব ঘোষণায় আস্থাহীন। সেইজন্যই তাঁর কবিতায় সমাজগত ভাবনার স্পষ্ট প্রকাশ নেই। রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা, উত্থান-পতন, অনাচার বা অবিচারের সংবাদ সম্ভবতঃ সেজন্যেই তাঁর কবিতায় দুর্লক্ষ্য। মনে হয়, আত্মগত অনুভবের প্রকাশকেই কবি তাঁর কাব্যের একমাত্র বিষয় বলে মনে করেন। তাঁর প্রায় সবকটি কবিতাই আত্মগত ভাবনার বিনীত ফসল।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ "তৃষ্ণা, আমার তরী"—উক্ত মনোভাবেরই প্রতিফলিত চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্রায়তন সম্ভার। যাঁরা মতবাদহীন নিরঙ্কুশ অনুভবের কবিতার উপর আস্থাশীল—তাঁদের কাছে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদালাভে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই দশকের তরুণ কবিদের মধ্যে আত্মগত ভাবনার এত স্পষ্টতা খুব কমজনের কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। Image-এর সুষ্ঠু উপস্থাপনায় তাঁর কবিতা উজ্জ্বল। তবে কবিকে কোন কোন কবিতায় কালবিস্মৃত বলে মনে হয়। সেজন্যে তাঁর কাব্যে কখনো কখনো আঙ্গিকগত দুর্বলতা পাঠকের কানকে আহত করে। এ দুর্বলতা কবির স্বেচ্ছাকৃত না হতে পারে, বহিরঙ্গের প্রতি উদাসীনতাই হয়তো এই ত্রুটির জন্য দায়ী। কবি এ ব্যাপারে একটু সচেতন হলে তাঁর সম্ভাবিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি পাঠক অধিকতর আশান্বিত হবেন।

এম, এ, পরীক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি অপরিহার্য গ্রন্থ

সাহিত্য সরণী। গৌরাঙ্গ ভৌমিক রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উচ্চ-প্রসংশিত।

আলোচ্য বিষয়ঃ (১) বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা, (২) বাঙলা সাহিত্য ও হিন্দু বৌদ্ধযুগ (৩) চর্যাপদ, ৪) জয়দেব: বাঙালির কবি (৫) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৬) বাইশ কবির মনসামঙ্গল (৭) গোপীচন্দ্রের গান। আলোচ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিক সম্ভাব্য সমস্ত দিক সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

সারদা মঙ্গল: বিহারীলাল চক্রবর্তী। গৌরাঙ্গ ভৌমিক সম্পাদিত

ভূমিকায় বিহারীলালের জীবন, পরিবেশ, মানসিকতা, রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত, লিরিক কাব্যের ধারায় তাঁর স্থান আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া সারদা মঙ্গলের কথা-বস্তু, উনবংশ শতাব্দীর মানসিকতা, রোম্যান্টি সিজমের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ, মিষ্টিসিজম, বিহারীলালের সারদার স্বরূপ, বিহারীলালের কবিসামর্থ, পরবর্তী কাব্যে প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি নিপুনতার সঙ্গে সম্পাদক বিশ্লেষণ করেছেন। বোর্ড বাঁধাই, সুদৃশ্য প্রচ্ছদ। দাম: দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অভিসার: ঘরে-বাইরে। রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়।

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ)

দেশী-বিদেশী রোম্যান্টিক কবি ও কাব্যের ওপর বিদগ্ধ আলোচনার গ্রন্থ। বাঙলা ভাষায় এজাতীয় বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। দাম: পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা। গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, চতুরঙ্গ, জীবন স্মৃতি, ছিন্নপত্র প্রভৃতি গ্রন্থের ওপর সুদীর্ঘ আলোচনার গ্রন্থ। ছাত্র, অধ্যাপক, পাঠাগারের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

পাণ্ডুলিপি ২৯এ কালী দত্ত ষ্ট্রীট কলকাতা ৫

পরিবেশক: অ্যাকাডেমিকা ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা ১২

অনুভব [ত্রৈমাসিক কবিতা সংকলন] ANUBHAV (Poetry Quarterly)
বর্ষ ১ সঙ্কলন ১ ফাল্গুন ১৩৭২ Vol. 1 No. 1 1966

GLOSTER

PVC INSULATED
Armoured and Unarmoured Cables Manufactured strictly according to IS 694 & IS 1554

Technical Collaborators: British Insulated Callender's Cables Ltd., London.

FORT GLOSTER INDUSTRIES LTD.,
14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

Branches : M 71, Connaught Circus, New Delhi ● 3, Lajpat Kunj, Napier Town, Jabalpur

সম্পাদক : গৌরাঙ্গ ভৌমিক

শ্রীজয়ন্ত কুমার কর্তৃক পাণ্ডুলিপি প্রকাশন ২৯ এ কালী দত্ত ষ্ট্রীট কলকাতা ৫ থেকে প্রকাশিত এবং কুমার প্রিণ্টার্স ৫ বি, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট কলকাতা ৭ থেকে মুদ্রিত।

দাম : ৩০ পয়সা